দৈনিক বাংলা

তারিখ 3 1 AUG 1994
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৮

গণশিক্ষা ঃ লালমনিরহাটে ব্যাপক সাড়া

আবু বকর

"হামরা তো আগত নাই জানো ব্যাহে"—অর্থাৎ আমরাতো আগে জানি না বাবা এমন স্কুল আছে যেখানে বয়স্ক নারী ও পুরুষদের লেখাপড়া শেখানো হয়। আবেতন, রহিমা, আলেয়া, নীলুফা, নাসিমা, জব্বার, জহির– এরা সকলেই এখন লালমনিরহাট জেলার গণশিক্ষা কেন্দ্রে লেখাপড়া করে। লালমনিরহাট জেলা প্রশাসন জেলার বয়স্ক নারী–পুরুষদের জন্য চলতি বছরের ১২ এপ্রিল থেকে বয়স্কদের সাক্ষরদানের লক্ষ্যে গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছেন।

লালমনিরহাট জেলার অধিকাংশ গ্রামে এখন চলছে গণশিক্ষা কার্যক্রম। বিকাল থেকে শুরু হয় লেখাপড়ার কাজ। বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দিনের আলোয় লেখাপড়া শেখানো হয়। ১ বছরের উর্ধ্বে বয়স্কা নারীদের। যাদের আগে কখনও বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। যাদের হিসাব–নিকাশের কাজ চলতো কুড়ি হিসাবে। দূর থেকে কোন চিঠিপত্র আসলে তা পড়ানো এবং তার উত্তর লেখানোর জন্য যেতে হতো যাঁরা লেখাপড়া জানে এমন ব্যক্তির কাছে। লেখাপড়ার ব্যাপারে পরনির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়েছে যুগ যুগ ধরে। লেখা-পড়া জানার ব্যাপারে এতদিন যাঁরা অন্ধকারে ছিলেন, গণশিক্ষার কারণে এখন তাঁরা আলোর মুখ দেখতে পাচ্ছেন। বর্তমানে এই কার্যক্রমের আওতায় ১৫ হাজার ৯৯০ জন বয়স্কা মহিলা লেখাপড়া করছেন।

সন্ধ্যার পর হারিকেনের আলোয় বয়স্ক পুরুষদের লেখাপড়া শেখানো হয়। জেলায় ৪২৬টি পুরুষ শিক্ষা কেন্দ্রে পাঁচটি করে হারিকেন দেয়া হয়েছে। ১২ হাজার ৭৮০ জন বয়স্ক পুরুষ এসব কেন্দ্রে লেখাপড়া করে। গণশিক্ষা কার্যক্রম সামাজিক আন্দোলনের পাশাপাশি গ্রাম এলাকায় গণ-জাগরণের সৃষ্টি করেছে। নিরক্ষর জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছেন গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে।

লালমনিরহাট জেলার কালিগঞ্জ থানার একটি গণশিক্ষা কেন্দ্রে পুরুষরা লেখাপড়া শিখছেন

সন্ধ্যার পর হারি[...] পুরুষদের লেখাপড়া [...] ৪২৬টি পুরুষ শিক্ষা কে[...] দেয়া হয়েছে। ১২ হাজার [...] এসব কেন্দ্রে লেখাপড়া [...] সামাজিক আন্দোলনের প[...] গণজাগরণের সৃষ্টি ক[...] স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে[...] কার্যক্রম বাস্তবায়নে[...] বাস্তবায়নে গ্রাম এলাকা[...] ভূমিকা পালন করছে[...] বৈঠকখানা ছেড়ে দিয়ে[...] গণশিক্ষা কার্যক্রম চলে [...] মাদ্রাসায়, উঠানে এব[...] বিছিয়ে চটের উপরে ব[...]

গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে গ্রাম এলাকার সমাজপতিগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন। অনেকেই তাদের বৈঠকখানা ছেড়ে দিয়েছেন লেখাপড়ার কাজে। গণশিক্ষা কার্যক্রম চলে বিভিন্ন ক্লাব ঘরে, স্কুলে, মাদ্রাসায়, উঠানে এবং গাছতলায়। বিছালি বিছিয়ে চটের উপরে বসে লেখাপড়া শিখছে।

থানা পরিষদের উন্নয়ন বাজেট ও পৌরসভার উন্নয়ন বাজেট থেকে গণ-শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। "চেতনা" নামে প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড বই দিয়েছে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম (ইনকেপ)। এছাড়া শিক্ষার্থীদের দেয়া হয়েছে শ্লেট ও চক। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রম ভিত্তিতে গণশিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষাদান করছেন এলাকার শিক্ষিত গৃহবধূ, নারী, যুবক, স্কুল শিক্ষক–শিক্ষিকা-সহ লেখাপড়া জানে এমন ব্যক্তিগণ। এসব কেন্দ্রগুলি সুপারভিশন করছেন বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষকগণ, থানা ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ। সার্বিক তত্ত্বাবধান করছেন লালমনির-হাটের জেলা প্রশাসক কাজী ফরিদ

অঃ পৃঃ দ্রঃ

আহমদ।

গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে অনেক সমাজ বিরোধী ব্যক্তি শিক্ষা কেন্দ্রে লেখাপড়া করতে এসে-ছেন। অনেকেই চুরি, মদ, জুয়া ও অসামাজিক কার্যকলাপ ছেড়ে দিয়ে-ছেন। লাল-মনিরহাটের সহকারী কমি-

[...]কনের আলোয় বয়স্ক [...]শেখানো হয়। জেলার [...]ন্দ্র পাঁচটি করে হারিকেন [...] ৭৮০ জন বয়স্ক পুরুষ [...]করে। গণশিক্ষা কার্যক্রম [...]াশাপাশি গ্রাম এলাকায় [...]রছে। নিরক্ষর জনগণ [...] এসেছেন গণশিক্ষা [...] গণশিক্ষা কার্যক্রম [...] সমাজপতিগণ বিশেষ [...]ন। অনেকেই তাদের [...]ছন লেখাপড়ার কাজে। [...]বিভিন্ন ক্লাব ঘরে, স্কুলে, [...]ং গাছতলায়। বিছালি [...]স লেখাপড়া শিখছে।

শনার আবু তাহের জানান, পাটগ্রাম থানার জগত বেড় ইউনিয়নের আছরপুর গ্রামের মছিরউদ্দীন মিয়ার বাড়ি কেন্দ্রে এলাকার গরু চুরির আসামী আবদুল আলী (২৪) এখন গণশিক্ষা কেন্দ্রে লেখাপড়া করছেন। চুরি মামলার আসামী হিসাবে তিনি এখন জামিনে রয়েছেন। গণশিক্ষা কেন্দ্র থেকে লেখপাড়া শিখে তিনি স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে চান।

লালমনিরহাট শহরের শাহজাহান কলোনী কেন্দ্রে শাহাবউদ্দীন নামে এক ব্যক্তি লেখাপড়া শিখছেন। আগে তিনি মদ, জুয়া ও অসামাজিক কাজে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী সুজাতা বেগম অনেক বুঝিয়ে স্বামীকে লেখাপড়া শেখার জন্য কেন্দ্রে পাঠিয়েছেন। শাহাবউদ্দীন ইতিমধ্যেই মদ, জুয়াসহ অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে বিরত রয়েছেন।

গত বুধবার ও বৃহস্পতিবার ঢাকার একদল সাংবাদিক গণশিক্ষার কার্যক্রম সরেজমিনে দেখার জন্য লালমনিরহাট জেলার বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করেন। তাঁরা বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার ছিল সন্তোষজনক। শতকরা ৯০ জনের বেশী।

তাঁরা কেন লেখাপড়া লিখতে এসেছেন জিজ্ঞাসা করা হলে অধি-কাংশ শিক্ষার্থীরা জানান, লেখাপড়া শেখার পর তাঁরা আর টিপসই দেবেন না। নিজেদের হিসাব–নিকাশ নিজেরাই করবেন। চিঠিপত্র লিখবেন। প্রচারপত্র পুস্তিকা পাঠ করবেন। তাদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখার ব্যাপারে উৎসাহ দেবেন। আবার অনেকেই জানালেন, এই শিক্ষা কেন্দ্রে এসে পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। অনেকেই বললেন, "আহারে কি মজার স্কুল" আগে কেন সরকার এ ধরনের স্কুল চালু করেননি। তাহলে তো আমরা অনেক আগেই লেখাপড়া শিখে জ্ঞান অর্জন করতে পারতাম।

দহগ্রাম—আঙ্গরপোতা

লালমনিরহাট জেলার সবচেয়ে পশ্চাৎপদ এলাকা দহগ্রাম–আঙ্গর-পোতায় গণশিক্ষা কার্যক্রম জোরে শোরে চলছে। এই এলাকার বয়স্ক নারী ও পুরুষ লেখাপড়া শেখার ব্যাপারে এগিয়ে এসেছেন। তারা নিয়মিত বই শ্লেট চক নিয়ে গণশিক্ষা কেন্দ্রে যাচ্ছেন। এখানে ৪৪টি গণশিক্ষা কেন্দ্রে এক হাজার তিন শ' ২০ জন লেখাপড়া শিখছেন।

দহগ্রাম ইউনিয়নের বঙ্গেরবাড়ি শিক্ষা কেন্দ্রে লেখাপড়া শিখতে এসেছেন মালেকা বেগম, আবেতন, রহিমা বেগম, নিলুফা ইয়াসমীনসহ আরও অনেকে। তারা বললেন, আমাদের জীবনে লেখাপড়ার সুযোগ আসেনি। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের আমলে এই স্কুল চালু হয়েছে। আমাদের বই দেয়া হয়েছে, শ্লেট আর চক দেয়া হয়েছে। প্রতিদিন বিকালে আমাদের লেখাপড়া শেখানো হয়। পাশাপাশি স্বাস্থ্য সম্পর্কে, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে, জ্ঞান দান করা হয়। সবজি বাগান করা, শিশুদের যত্ন নেয়া, খাবার জিনিস ঢেকে রাখা, বেশী সন্তান না হওয়া সম্পর্কেও জানানো হচ্ছে। দহগ্রাম ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তকি-জুল হক জানান, তার এলাকার নারী পুরুষ লেখাপড়ার' ব্যাপারে আগ্রহ লক্ষণীয়। গ্রামে গিয়ে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে সভা সমিতির মাধ্যমে। আগামীতে এমনি ধরনের শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হলে আরও বেশী সংখ্যক মানুষ লেখাপড়া করতে আসবেন বলে তিনি জানান।

তিনবিঘা করিডোরের কাছে পানবাড়ি সীমান্ত এলাকায় চলছে গণশিক্ষা। এখানে ৩৩০ জন নারী–পুরুষ লেখাপড়া করছেন। আনসার বিডিপির দলনেত্রী শাহিদা বেগম একটি কেন্দ্রে শিক্ষক হিসাবে লেখা-পড়া শেখাচ্ছেন। এখানকার ব্লক সুপারভাইজার অধ্যাপক আবদুর রহিম জানান, লেখাপড়া শেখার ব্যাপারে জনমনে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। উপস্থিতির হার খুবই সন্তোষজনক। পানবাড়ি কেন্দ্রে লেখাপড়া শিখতে এসেছেন ৬০ বছর বয়স্ক ছ'সন্তানের জনক মফেজউদ্দীন। কৃষি কাজ করেন। তিনি জানান, এখন আমি নাম স্বাক্ষর করতে পারি। পড়তে, লিখতে ও হিসাব–নিকাশ করতে পারি। তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য স্কুলে পাঠাচ্ছেন।

গ্রাম এলাকার পাশাপাশি লাল-মনিরহাট পৌর এলাকায়ও গণশিক্ষা কার্যক্রম চলছে। গ্রাম এলাকার চেয়ে পৌর এলাকার জনগণ একটু সচেতন বলে শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে উপস্থিতির হার সন্তোষজনক। লালমনিরহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রাশিদা বেগম গণশিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছেন। তিনি ৩০টি কেন্দ্রের সুপারভাইজার। প্রতিদিনই তিনি বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। এ ব্যাপারে তিনি সকলের সহযোগিতা পেয়েছেন বলে জানান।

মুক্তিযোদ্ধা আজিজুল হক বীর প্রতীক পরিচালিত পৌর এলাকার শাহজাহান কলোনীতে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করছেন। অন্যান্যের মধ্যে তাঁর স্ত্রী এই কেন্দ্রের একজন শিক্ষিকা। এই শিক্ষা কেন্দ্রে অনেকের মত একই পরিবারের দুই জা, এক ননদ লেখাপড়া করছেন। তাদের শ্বশুর শাশুড়ীও এখানে লেখাপড়া করছেন।

লালমনিরহাট সদর থানার ওসি ওয়াজেদ আলী ও পাটগ্রাম থানার ওসি জনাব জোহা জানান, তারা গ্রাম এলা-কার বিভিন্ন কেন্দ্রে গিয়ে জনগণকে লেখাপড়া শেখার ব্যাপারে আহ্বান জানান।

সদর থানার বড়বাড়ি ইউনিয়নের মহাবিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেশ কয়েকটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আর এভাবেই সারা জেলায় শিক্ষা কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে।